International
Labour
Organization

ন্যায়সঙ্গতঃ নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য সাধারণ বিধানাবলী ও কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী

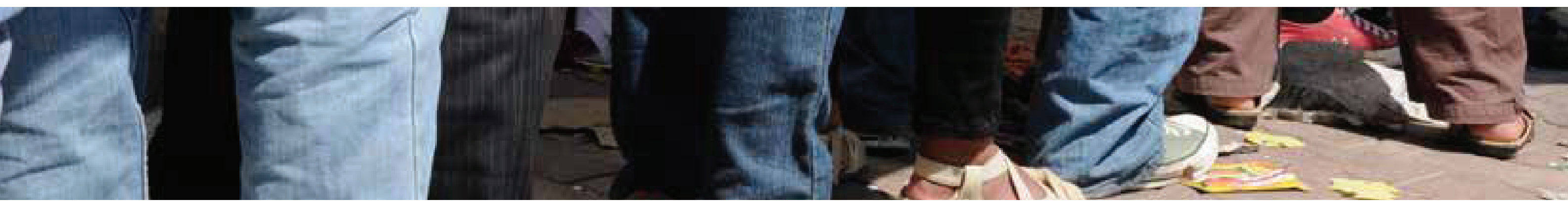

গ্রন্থস্বত্ত্ব আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ২০১৭
ইংরেজিতে প্রথম প্রকাশনা ২০১৭

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ অবশ্যই আন্তর্জাতিক গ্রন্থস্বত্ত্ব সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত এবং প্রটোকল ২ এর আওতাধীন। তথাপি তা হতে উদ্বৃত অংশ অনুমতি ছাড়াই উপস্থাপনীয়। শর্ত থাকে যে, উৎস উল্লেখ করতে হবে এবং পুনঃপ্রকাশ অথবা ভাষান্তর এর স্বত্ত্বাধিকারের জন্য অবশ্যই আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে, বরাবর আইএলও পাবলিকেশনস (অধিকার ও অনুমতি), আন্তর্জাতিক শ্রম অফিস, CH 1211, জেনেভা ২২, সুইজারল্যান্ড কিংবা email: pubdroit@ilo.org এই ঠিকানায়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এই ধরনের আবেদনপত্রকে স্বাগত জানায়।

পুনর্মুদ্রণ অধিকার সংগঠনের সাথে নিবন্ধিত লাইব্রেরি, প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীরা লাইসেন্স অনুযায়ী এই বইটি কপি করতে পারবেন। আপনার দেশে পুনর্মুদ্রণ অধিকার সংগঠন খুঁজে পেতে ভিজিট করুনঃ www.ifrro.org

---

ISBN: 978-92-2-830871-6 (print); 978-92-2-830872-3 (web pdf)

Also available in English: *General principles & operational guidelines for fair recruitment* (ISBN 978-92-2-128895-4, *Geneva*, *2016)*

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা প্রকাশনাসমূহে যেসব পদ পরিচিতি ব্যবহার করা হয়েছে তা জাতিসংঘের সাথে আদর্শগত মিলেরই বহিঃপ্রকাশ করে এবং উল্লেখিত তথ্যসমূহ কোন ক্রমেই আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা'র মতামতের প্রতিফলন করে না। মতামতের জন্য কেবল লেখকবৃন্দ দায়ী এবং প্রকাশনাসমূহের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা জবাবদিহিতা করতে বাধ্য নয়। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের নামসমূহ, বাণিজ্যিক পণ্যসমূহ এবং পদ্ধতিসমূহের প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কোনরূপ পক্ষাবলম্বন নাই। তেমনি অন্যান্য অনুল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের নামসমূহ বা পণ্যসমূহের প্রতি উহাদের অনাস্থার স্বাক্ষর বহন করে না।

যে সকল সীমানা, নাম ও পদবী এই প্রকাশনার মানচিত্রে উল্লেখ আছে তার প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কোনরূপ স্বীকৃতি বুঝায় না।

এ ঠিকানা থেকে প্রকাশনাসমূহের তালিকা সংগ্রহ করা সম্ভবঃ www.ilo.org/publns.

ছবি স্বত্ত্বাধিকারঃ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা।

বাংলাদেশে মুদ্রিত।

ন্যায়সঙ্গতঃ নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য সাধারণ বিধানাবলী ও কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী

বর্ণ সংক্ষেপ (Abbreviations)

International labour standards

(a) Conventions and Protocols

C29	Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)
C81	Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81)
C87	Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87)
C88	Employment Service Convention, 1948 (No. 88)
C94	Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94)
C97	Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97)
C98	Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)
C100	Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)
C105	Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)
C111	Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)
C129	Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129)
C138	Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)
C143	Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143)
C150	Labour Administration Convention, 1978 (No. 150)
C181	Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181)
C182	Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)
C189	Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)
MLC, 2006	Maritime Labour Convention, 2006
P29	Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)

(b) Recommendations

R83	Employment Service Recommendation, 1948 (No. 83)
R86	Migration for Employment Recommendation (Revised), 1949 (No. 86)
R151	Migrant Workers Recommendation, 1975 (No. 151)
R157	Nursing Personnel Recommendation, 1977 (No. 157)
R169	Employment Policy (Supplementary Provisions) Recommendation, 1984 (No. 169)
R188	Private Employment Agencies Recommendation, 1997 (No. 188)
R201	Domestic Workers Recommendation, 2011
R203	Forced Labour (Supplementary Measures) Recommendation, 2014 (No. 203)
R204	Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation, 2015 (No. 204)

International Labour Organization Declaration

ILO MNE Declaration	Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, 1977 (as amended)
ICERD	International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights, 1966
ICESCR	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966

Other sources

CIETT *	International Confederation of Private Employment Agencies (CIETT) Code of Conduct, 2015
Dhaka Principles	The Dhaka Principles for Migration with Dignity, 2012
IRIS Code	International Organization for Migration, International Recruitment Integrity System Code of Conduct
UN Guiding Principles	United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011
Verité Code	Verité Fair Hiring Toolkit, Sample Code of Conduct Provisions of Conduct

- As of 21 September 2006, CIETT has been rebranded as The World Employment Confederation.

ন্যায়সঙ্গতঃ নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য সাধারণ বিধানাবলী ও কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী

১. সাধারণ বিধানাবলী ও কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর আওতা

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এই ঐচ্ছিক সাধারণ বিধানাবলী ও কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী প্রণয়নের উদ্দেশ্য হইতেছে আইএলও সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন দেশের আইন প্রণয়নকারী সংসদ ও অন্যান্য সহযোগী সামাজিক সংগঠনসমূহের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুষ্ঠু নিয়োগ কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে এইগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

এই সকল বিধান ও নির্দেশাবলী বিভিন্ন উৎস হইতে সংকলিত হইয়াছে। মৌলিক উৎসগুলি হইতেছে আর্ন্তজাতিক শ্রম আইন ও এতদসংক্রান্ত চুক্তিসমূহ। অপরাপর উৎস ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্তসমূহও বিবেচনা করা হইয়াছে। উৎসসমূহের তালিকা এই ডকুমেন্টের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই সকল বিধান ও নির্দেশাবলী অভিবাসী কর্মীসহ সকল ধরনের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, হউক সেই সকল নিয়োগ সরাসরি নিয়োগকারী কর্তৃক কিংবা কোন মধ্যস্থতাকারির মাধ্যমে। সীমান্তের অভ্যন্তরে ও সীমানার বাহিরে কিংবা কোন অস্থায়ী কর্ম সংস্থার মাধ্যমে নিযুক্ত সকল নিয়োগের ক্ষেত্রেই এই বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে এবং এই সকল বিধান অর্থনীতির সকল সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য হইবে। জাতীয় পর্যায়ে এই সকল বিধান ও নির্দেশাবলীর বাস্তবায়নের পূর্বে সরকার ও সহযোগী সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইবে।

সাধারণ বিধানাবলী ও কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর মধ্যে একটি পার্থক্য টানা হইয়াছে। সাধারণ বিধানাবলীর লক্ষ্য হইতেছে এই ডকুমেন্ট বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে অত্র বিধানগুলিকে জারী রাখা , অন্য দিকে কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর লক্ষ্য হইতেছে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কর্তব্য নির্ধারণ করা, ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কোন হস্তক্ষেপকরণ বা কোন নীতিগত বিধান সংযুক্ত করা।

২. সংজ্ঞা ও অভিধান

এই বিধানাবলী ও নির্দেশাবলীতে-

- যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া বলিতে বুঝায় কোন প্রতিষ্ঠানের এইরূপ চলমান কার্যক্রম, যাহা উহার কার্যাবলী দ্বারা মানবাধিকার লংঘন সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে কীভাবে প্রভাবিত করে কিংবা যাহা উহার দাপ্তরিক সম্পর্ককে উহার কার্য পরিচালনা ও প্রদত্ত সেবাসমূহের সহিত সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃত ও সম্ভাব্য মানবাধিকার অভিঘাত নিরুপন, প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় ও উহার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করণ, এবং অভিঘাত কীভাবে মোকাবেলা করা হইবে তাহা অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- নিয়োগকারী বলিতে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে বুঝাইবে যিনি বা যাহা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কোন কর্মচারী বা শ্রমিককে নিয়োগ প্রদান করেন;
- এন্টারপ্রাইজ বলিতে যে কোন নিয়োগকারী, সরকারি কর্মসংস্থান ব্যতীত অন্য কোন কর্মী নিয়োগকারী, এবং নিয়োগ কার্যক্রমের সহিত সম্পৃক্ত অন্যান্য সেবা প্রদানকারীগণকে বুঝাইবে;
- কর্মী নিয়োগকারী বলিতে গণ কর্মসংস্থান পরিসেবা প্রদানকারী ও বেসরকারি নিয়োগ এজেন্সীসহ সকল মধ্যস্থতাকারী, সাব-এজেন্ট যাহারা কর্মী নিয়োগ ও চাকুরি প্রদান করিয়া থাকে বা এইরুপ দাবী করে। কর্মী নিয়োগকারীগণ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, তাহারা লাভে বা বিনা লাভে কাজ করিতে পারে কিংবা আইনগত বা বিধি-বিধানের কাঠামোর আওতায় বা আওতা-বহির্ভূতভাবে কাজ করিতে পারে;

- অভিবাসী কর্মী বলিতে বুঝাইবে এমন কোন ব্যক্তি যিনি কার্যব্যপদেশে স্বেচ্ছায় অন্য কোন দেশে অভিবাসন করিতেছেন কিংবা করিয়াছেন, যে দেশের তিনি নাগরিক নহেন;
- নিয়োগ বলিতে বিজ্ঞাপন, তথ্য প্রচার, নির্বাচন, যাতায়াত, চাকুরিতে পদায়ন, এবং অভিবাসী কর্মীদের জন্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন বুঝাইবে। এই বিধান চাকুরি প্রার্থী ও কর্মরতদের জন্যও প্রযোজ্য হইবে; এবং
- নিয়োগ ফি ও এতদসম্পর্কিত ব্যয় বলিতে কর্মীদের চাকুরি লাভের জন্য বা পদায়নের লক্ষ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত যে কোন ফি ও ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হইবে, তাহা স্থান, কাল ও পদ্ধতি নির্বিশেষে যেখানেই প্রযোজ্য বা আদায় যোগ্য হউক না কেন।

৩. সাধারণ বিধানাবলী

১. নিয়োগ কর্মকাণ্ড এমন ভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা আর্ন্তজাতিক শ্রম আইনে বর্ণিত বিধান, বিশেষতঃ সংগঠন করিবার স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষির অধিকার সহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারসমসূহকে মানিয়া চলে, সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করে এবং জবরদস্তিমূলক শ্রম, শিশু শ্রম এবং কর্মে ও পেশায় বৈষম্য প্রতিরোধ ও বিলোপ করে।

২. নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অবশ্যই প্রচলিত শ্রম বাজারের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হইতে হইবে, এবং বিদ্যমান শ্রমশক্তিকে প্রতিস্থাপন কিংবা সংকুচিত করিবার পদ্ধতি রূপে উহাকে ব্যবহার করা হইবে না কিংবা শ্রম আইন বা মজুরি, কর্মের পরিবেশ কিংবা শোভন কাজকে অবমূল্যায়ন করিবে না।

৩. কর্মসংস্থান ও নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যথোপযুক্ত আইন ও পলিসি সকল শ্রমিক, শ্রমিক নিয়োগকারী ও কর্মী নিয়োগকারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪. নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এইরূপ বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে যাহার দ্বারা দক্ষতা, স্বচ্ছতা বজায় থাকে এবং পারস্পরিক দক্ষতা ও যোগ্যতার মাপকাঠির ভিত্তিতে শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষাকে উৎসাহিত করা হয়।

৫. কর্মসংস্থান ও নিয়োগ কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রবিধান স্পষ্ট, স্বচ্ছ হইবে ও উহাকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। শ্রম পরিদর্শন দপ্তরের ভূমিকা এবং আইনানুগ নিবন্ধন, লাইসেন্সিং বা সনদ প্রদান ব্যবস্থাকে গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষসমূহকে জবরদস্তিমুলক শ্রম ও মানব পাচারের ঘটনাসহ হয়রানিমুলক ও প্রতারণাপূর্ণ নিয়োগের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৬. আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় আইন, প্রবিধান, নিয়োগ চুক্তি এবং কান্ট্রি অব অরিজিন, ট্রানজিট ও গন্তব্য দেশ বিষয়ক প্রযোজ্য যৌথ চুক্তিসমূহ, এবং মূলনীতি ও কর্মক্ষেত্রের অধিকার ও প্রাসঙ্গিক আর্ন্তজাতিক শ্রম আইনসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে হইবে।

৭. নিয়োগ কার্যের জন্য কোন কর্মীর বা কোন চাকুরি প্রার্থীর উপর কোন প্রকার ফি বা খরচ ধার্য করা যাইবে না কিংবা তাহাদের উপর কোন ব্যয়ভার আরোপ করা যাইবে না।

৮. কর্মীর কর্মের শর্তাবলী যথাযথ, যাছাইযোগ্য ও সহজবোধ্য আকারে বর্ণনা করিতে হইবে, এবং সম্ভব হইলে রাষ্ট্রীয় আইন, প্রবিধান, নিয়োগ চুক্তি ও প্রযোজ্য যৌথ চুক্তির আওতাধীনে একটি লিখিত নিয়োগ চুক্তিপত্রের মাধ্যমে এই সকল শর্ত বর্ণনা করিতে হইবে। এই সকল শর্ত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হইবে এবং যেই কাজের জন্য শ্রমিকদেরকে নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই কাজের স্থান, করণীয় ও দায়িত্ব সম্পর্কে তাহাদেরকে ধারণা প্রদান করিবে। অভিবাসী কর্মীদের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বোধগম্য ভাষায় নিয়োগ চুক্তি সম্পাদিত হইবে, স্বদেশ ত্যাগ করিবার বেশ আগেই চুক্তিটি কর্মীকে প্রদান করিতে হইবে, চুক্তির বরখেলাপের ক্ষেত্রে প্রতিকারের বিধান থাকিবে এবং বলবৎ যোগ্য হইবে।

৯. নিয়োগ ও কাজের বিষয়ে কর্মীদের সহিত চুক্তি হইবে স্বতঃস্ফূর্ততার ভিত্তিতে এবং কোন প্রকার ছলচাতুরী কিংবা জবরদস্তি থাকিবে না।

১০. নিয়োগ ও কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকার ও শর্তাদি সম্পর্কীয় তথ্যাদি অবাধে, সম্যক ও সঠিকভাবে জানার অধিকার কর্মীদের থাকিবে।

১১. দেশের ভেতরে অবাধে চলাচল করা অথবা দেশ ত্যাগ করিবার স্বাধীনতা কর্মীদের থাকিবে। কর্মীদের পরিচয় পত্র, এই সংক্রান্ত কাগজাদি ও চুক্তিপত্র বাজেয়াপ্ত, ধ্বংস কিংবা আটক রাখা যাইবে না।

১২. কর্মীর কর্ম পরিত্যাগ করিবার স্বাধীনতা ও অধিকার থাকিবে, এবং অভিবাসী কর্মীদের স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার অধিকার থাকিবে। কর্ম পরিবর্তনের জন্য অভিবাসী কর্মীদেরকে নিয়োগকারীর অনুমতি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

১৩. কোন দেশে সংশ্লিষ্ট কর্মীর উপস্থিতি কিংবা আইনগত অবস্থান যাহাই হোক না কেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তাহার অধিকার লংঘনের কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে সেই দেশে বিদ্যমান সংক্ষোভ বা বিরোধ নিস্পত্তির ব্যবস্থার অধীন অবাধে ও স্বল্প ব্যয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার কর্মীদের থাকিবে, এবং এই ধরনের কোন অধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটিলে সেই ক্ষেত্রে কার্যকর ও যথোপযুক্ত প্রতিকার প্রদান করা হইবে।

৪. কার্যক্রম পরিচালনায় অনুসরণীয় নির্দেশাবলী

এই নির্দেশাবলী বিভিন্ন সরকার, সংস্থা ও সরকারি নিয়োগ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে করণীয় চিহ্নিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত হইয়াছে।

ক. সরকারসমূহের দায়িত্ব

এই অংশ আইনি কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারসমূহের জন্য অনুসরণীয়।

নিয়োগকারী ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক হিসাবে এবং সরকারি নিয়োগ কার্যক্রমের অধীন সঠিক কর্ম নির্বাচন ও নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে একটি সুষ্ঠু নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা চূড়ান্ত বিচারে সরকারেরই দায়িত্ব। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দেশীয় ও অভিবাসী কর্মীদের বিরুদ্ধে হয়রানি হ্রাস করিবার লক্ষ্যে আইন ও প্রবিধানের ফাঁক-ফোকর দূর করিতে হইবে এবং আইন ও প্রবিধান পরিপূর্ণ রূপে প্রয়োগ করিতে হইবে।

১। **কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য সকল মৌলিক বিধান ও অধিকার, ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক শ্রম আইনসহ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, উহাদের সুরক্ষা ও প্রতিপালনে সরকারসমূহের দায়িত্ব রহিয়াছে। সংগঠন করিবার অধিকার ও যৌথ দরকষাকষি, তৎসহ জবরদস্তিমূলক শ্রম, শিশু শ্রম এবং কর্ম ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রতিরোধ ও বিলোপ করা এইরুপ দায়িত্বের অংশ মর্মে বিবেচিত হয়।**

১.১ দেশের ভেতর হইতে বা অধিক্ষেত্র সম্পন্ন ভুখণ্ড হইতে বা দেশের বা ভুখণ্ডের ভিতরে নিয়োগ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এইরূপ দায়িত্ব প্রয়োগ করিতে হইবে।

১.২ এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আর্ন্তজাতিক সনদসমূহ অনুসমর্থন ও প্রয়োগ করিবার বিষয়টি সরকারসমূহ বিবেচনা করিতে পারেন।

১.৩ সংগঠন করা, যৌথ দরকষাকষি করা, তৎসহ নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মী ও নিয়োগকারী মালিকগণের অধিকারের প্রতি সরকারসমূহকে শ্রদ্ধাশীল হইতে হইবে। সরকার এমন পরিবেশ তৈরি করিবে যেখানে বিভিন্ন সেক্টরে যৌথ দরকষাকষির সুযোগ থাকিবে, এবং অভিবাসী কর্মীসহ সকল কর্মীদের শ্রমিক সংগঠন করিবার স্বাধীনতা থাকিবে যাহার মাধ্যমে তাহারা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সকল প্রকার শোষণ হইতে নিজেদেরকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়।

২। **নিয়োগকারী, কর্মী নিয়োগকারী ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সরকার কর্মীদেরকে সুরক্ষা প্রদান করিবে।**

২.১ সরকার উহার নিজস্ব ভুখণ্ডে ও অধিক্ষেত্রের মধ্যে সকল শ্রমিক নিয়োগকারী সংগঠন ও অন্য কোন তৃতীয় পক্ষের (অস্থায়ী নিয়োগ সংস্থা) জন্য নিয়োগকারী যে কোন বেসরকারী সংস্থা সহ যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, তৎসহ বহুপক্ষের সম্পৃক্ততা সম্পন্ন যে কোন চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা সহ যে কোন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোন তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক শমিকদের মানবাধিকার লংঘনের হয়রানির ঘটনা হইতে সুরক্ষা প্রদান করিবে। এই ব্যবস্থার অধীনে সরকারকে কার্যকর পলিসি, আইন, প্রবিধান ও বিচারের দ্বারা এইরূপ হয়রানি প্রতিরোধ, তদন্ত অনুষ্ঠান, শাস্তি প্রদান ও প্রতিকার প্রদান করিতে হইবে, এবং মানবাধিকারসমূহ যেন সমুন্নত থাকে তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য যথোপযুক্ত প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে ও প্রয়াস বজায় রাখিতে হইবে।

৩। **সরকার প্রয়োজন মোতাবেক রাষ্ট্রীয় আইন, বিধি ও প্রবিধানসমূহ প্রণয়ন, পরিমার্জন ও শক্তিশালী করিবে, এবং নিয়োগকারী ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের সহিত আলোচনার মাধ্যমে সুষ্ঠু নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সরকারি অঙ্গীকার ও পলিসি প্রণয়ন, নিয়মিতভাবে পরিমার্জন ও মূল্যায়নের বিষয়গুলি বিবেচনা করিবে।**

৩.১ এই বিধানটি প্রতারণা ও হয়রানিপূর্ণ আচরণ যা মানব পাচার ও অন্যরূপ শোষণের শিকারে পরিণত করে এইরূপ সার্বিক কর্মকাণ্ডের প্রতিকার করিবার ব্যবস্থা সমেত শ্রম, অভিবাসন ও ফৌজদারী আইন এবং আর্ন্তজাতিক মানদণ্ডের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়োগ বিষয়ক অন্য কতিপয় বিধিগত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। সরকার পলিসি জারীপূর্বক বিধান করিতে পারে যে, উহার রাষ্ট্রীয় সীমানা বা অধিক্ষেত্রের মধ্যে নিবাসী কিংবা কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থাসমূহকে মানবাধিকার, শ্রমিকদের অধিকার, তাহাদের কার্যক্রমের জন্য প্রাসঙ্গিক নিয়োগসহ সাপ্লাই চেইন বিষয়ক সকল আইন-কানুন সমুন্নত রাখিবে।

৪। **সরকার নিশ্চিত করিবে যে, প্রাসঙ্গিক সকল আইন ও বিধি-বিধানে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সকল বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে, এবং এই সকল বিধানসমূহ যেন নাজুক পরিস্থিতিতে থাকে এমন কর্মীসহ সকল কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য হয়।**

৪.১ সরকার সকল আইন ও বিধি-বিধানে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবে, এবং বিজ্ঞাপন, তথ্য প্রচার, বাছাই, যাতায়াত, চাকরিতে পদায়ন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিবাসী শ্রমিকদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ব্যবস্থাসহ এই প্রক্রিয়ায় জড়িত সকল পক্ষসমূহকে এইরুপ আইন ও বিধি-বিধানে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

৪.২ সরকার, শ্রমিক ও নিয়োগকারীগণের সংগঠন তৎসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগকারীগণের সহিত পরামর্শক্রমে বিভিন্ন নিয়োগ শিল্পে আইন ও বিধি-বিধানের প্রতিপালন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। এইরূপ পদক্ষেপের মধ্যে প্রকাশ্যে নিবন্ধন, লাইসেন্সিং কিংবা অন্যবিধ নিয়ন্ত্রনমূলক ব্যবস্থা থাকিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা কার্যকর ও স্বচ্ছ হবে এবং শ্রমিক ও উহা অন্যান্য আগ্রহী পক্ষসমূহকে নিয়োগকারীর ও চাকুরিতে পদায়নের সঠিকতা যাছাইয়ের সুযোগ প্রদান করিবে।

৪.৩ আইন নিয়োগ কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং কেবল মাত্র কতিপয় শ্রেণীর শ্রমিক নিয়োগকারীদের ক্ষেত্রেই নহে, সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর বাহিরে সক্রিয় নিয়োগকারীদের জন্যও আইনের প্রয়োগ থাকিতে হইবে। নিয়োগ বিষয়ের উপর প্রণীত আইনের প্রয়োগ শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যবলীর ক্ষেত্রেই নহে, সকল প্রকার কার্যের ক্ষেত্রেই প্রণীত আইনের প্রয়োগ থাকিতে হইবে।

৪.৪ সরকার, মেধার অপচয় রোধ ও দক্ষতা-হারানোর সমস্যা সমাধানের জন্য, বিদেশী স্বীকৃতি অর্জনের সুযোগ করিয়া দেওয়ার লক্ষ্যে পারস্পরিক স্বীকৃতির চুক্তি স্বাক্ষর করিবার বিষয় বিবেচনা করিতে পারে।

৫। **সরকার কার্যকরভাবে প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি-বিধান প্রয়োগ করিবে, এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত সকল পক্ষসমূহকে আইন অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য করিবে।**

৫.১ কার্যকর ও যথেষ্ট পরিমান জনবল সমৃদ্ধ একটি শ্রম পরিদপ্তর স্থাপন কল্পে সরকার কাজ করিবে, এবং উহা যেন সকল সংস্থা কর্তৃক সকল প্রকার শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তদন্ত অনুষ্ঠান ও হস্তক্ষেপ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত থাকে, এবং সকল শ্রমিক নিয়োকারীগণের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করিবে।

৫.২ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের অধিকার সমুন্নত রাখিবার জন্য নিয়োগ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও নিয়োগকারীগণের ব্যক্তিগত ও যৌথ জবাবদিহি নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সরকার কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে। এইরূপ কর্ম পরিকল্পনায় যৌথ দায়িত্ব পালনসহ সুষ্ঠু নিয়োগ কার্যক্রমের লক্ষ্যে গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

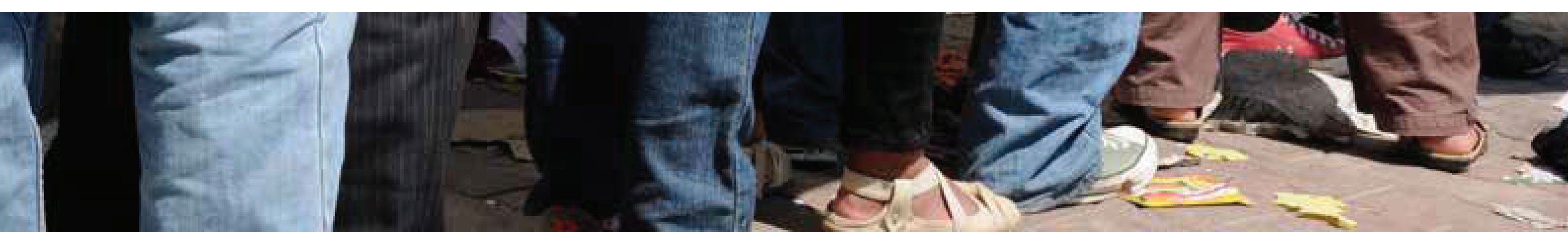

৬। **কোন প্রকার নিয়োগ ফি কিংবা নিয়োগ কার্যক্রমের নামে অন্য কোন ব্যয়ভার যেন কর্মী বা চাকরি প্রার্থীদের উপর ধার্য কিংবা আরোপ না করা হয় সেই লক্ষ্যে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।**

৬.১ এই সকল বিধানসমূহের লক্ষ্য হইবে শ্রমিক নিয়োগকারীগণ কর্তৃক প্রতারণামূলক কার্যক্রম, শ্রমিক হয়রানি, ঋণের জালে আবদ্ধ রাখাসহ নানা প্রকার অর্থনৈতিক নিস্পেষণ প্রতিরোধ। চাকরির নিয়োগ পত্র প্রদানের বিনিময়ে শ্রমিকদের নিকট অবৈধ অর্থ দাবী কিংবা আদায় করণ প্রতিরোধ/বন্ধের লক্ষ্যেও সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৬.২ কর্মীগণ নহে, সম্ভাব্য সরকারি বা বেসরকারি নিয়োগকারী বা তাহাদের মধ্যস্থতাকারীগণকে নিয়োগের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। ব্যয়ের অংক ও ব্যয়ের ধরন, যেমন: নিয়োগ প্রদানকারীগণ কর্তৃক শ্রমিক নিয়োগকারীগণকে পরিশোধকৃত খরচ, অর্থ পরিশোধকারীগণের নিকট সুস্পষ্ট হইবে।

৭। **নিয়োগপত্রের শর্তাবলী যেন সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয় এবং সেইগুলি যেন প্রতিপালিত হয় সেই লক্ষ্যে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।**

৭.১ শ্রমিকদেরকে লিখিত নিয়োগপত্র প্রদান নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। নিয়োগপত্রে কাজের বিবরণ ও যৌথ চুক্তিতে বর্ণিত শর্তাদিসহ চাকরির সকল শর্তাবলী উল্লেখ থাকিবে। নিয়োগপত্র (অথবা উহার একটি নির্ভরযোগ্য অনুলিপি) শ্রমিকের নিজস্ব ভাষায় কিংবা শ্রমিকের বোধগম্য ভাষায় লিখিত হইবে, এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উহাতে সুস্পষ্ট ও বোধগম্যভাবে বর্ণিত হইবে যাহাতে শ্রমিক তাহার স্বাধীন ও সুচিন্তিত সম্মতি প্রদান করিতে পারে। অভিবাসী শ্রমিকের ক্ষেত্রে স্বদেশ ত্যাগ করিবার যথেষ্ট আগে নিয়োগপত্রটি শ্রমিকের নিকট পৌঁছাইতে হইবে। এই সকল চুক্তি পাল্টানো যাইবে না এবং এইগুলি গন্তব্য দেশে বলবৎযোগ্য হইবে। ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা ও সুরক্ষার বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়াই সরকার উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করিতে পারে।

৭.২ লিখিত নিয়োগপত্রের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে সরকারকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের অধীন নিযুক্ত শ্রমিকগণের সকল অধিকারসমূহ যেন সমুন্নত থাকে।

৮। **গন্তব্য-রাষ্ট্রে শ্রমিকের উপস্থিতি ও অবস্থানের আইনগত বৈধতা নির্বিশেষে, কালো তালিকাভুক্তকরণ, আটক কিংবা দেশে ফেরত পাঠানোর মত প্রতিশোধমূলক আচরণের শিকার হওয়ার ভয়-ভীতির উর্দ্ধে থাকিয়া নিয়োগ কার্যক্রমে হয়রানি ও প্রতারণার অভিযোগ নিরসন কল্পে সেই দেশে বিদ্যমান সংক্ষোভ নিরসন ও বিরোধ নিস্পত্তির প্রক্রিয়ার সুযোগ গ্রহণে কর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।**

৮.১ সরকার একটি কার্যকর, দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ের সংক্ষোভ নিরসন ও বিরোধ নিস্পত্তির প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। বিচার বিভাগীয়, প্রশাসনিক, আইন জারি কিংবা অন্য কোন পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার নিশ্চিত করিবে যে, সরকারের অধিক্ষেত্রের মধ্যে নিয়োগ বিষয়ে হয়রানির যে কোন অভিযোগের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি কার্যকর প্রতিকার লাভ করিবে। অন্যান্য শাস্তিমূলক বিধান ছাড়াও এইরূপ প্রতিকারের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধানও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। তদন্ত সমাপ্তি বা কোন সংক্ষোভ কিংবা বিরোধ নিস্পত্তি বা নিরসনের পূর্বে হুইসেল ব্লোয়ার বা অভিযোগকারীকে সুরক্ষা প্রদান করিতে হইবে। অভিবাসী শ্রমিকগণকে এইরুপ কার্যক্রমে যথাসময়ে ফলপ্রসূ অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। সরকার আরো নিশ্চিত করিবে যে, কোন শ্রমিক স্বদেশে ফেরত আসিবার পরও বিদেশে অনুষ্ঠিত এইরূপ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৮.২ এই লক্ষ্যে সরকার সংক্ষোভ নিরসন ও অন্যান্য বিরোধ নিস্পত্তির প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের ফলপ্রসূ অংশগ্রহণের সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত ও দূর করিবার জন্য বিধি-বিধান প্রণয়ন করিবে। এইরূপ প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আছে জটিল প্রশাসনিক কার্য-পদ্ধতি, অযৌক্তিক ব্যয় তৎসহ বৈষম্য, প্রতিশোধ ও চাকরিচ্যুতির আশংকা, এবং অভিবাসী কর্মীদের ক্ষেত্রে আটক কিংবা দেশে ফেরত পাঠানোর ভয়।

৯। **সরকার সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, শ্রমিক-মালিকদের সংগঠন ও নিয়োগকারীদের প্রতিনিধিদের মধ্যে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করিবে।**

৯.১ মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, সংস্থাসমূহসহ নিয়োগ প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থাসমূহ যেন যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে পরস্পরকে নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করে তাহা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সরকার কাজ করিবে, এবং তাহারা যেন স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের সময় মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন থাকে ও সেইগুলি প্রতিপালন করে সরকার তাহাও নিশ্চিত করিবে।

১০। প্রচলিত শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী যেন নিয়োগ কর্ম সম্পাদিত হয় সেই বিষয়ে সরকারের প্রয়াস জারি থাকিবে।

১০.১ সরকার শ্রম বাজারের চাহিদা নিরূপনে সচেষ্ট থাকিবে, এবং শ্রমিক নিয়োগ ও অভিবাসনের ক্ষেত্রে বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব, সকলের জন্য শোভন কাজের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখিয়া কর্মী নিয়োগ, অভিবাসন, কর্মসংস্থান ও সকল জাতীয় নীতিমালার মধ্যে সরকার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে।

১১। সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণের আবশ্যকতার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কাজ করিবে এবং সরকার নিশ্চিত করিবে যে, নিয়োগ ও কর্মের ক্ষেত্রে অধিকার ও চাকরির শর্তাবলীর বিষয়ে পরিপূর্ণ ও সঠিক তথ্যাদি পাওয়ার অবাধ সুযোগ শ্রমিকদের রহিয়াছে।

১১.১ মালিক, কর্মী ও নিয়োগকারীগণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সচেতনতা-বৃদ্ধির প্রয়াস চালানো যাইতে পারে, যাহার মধ্যে থাকিতে পারে মানবাধিকার রক্ষা বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনসহ হয়রানি ও প্রতারণামূলক নিয়োগ সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ ও দূরীকরণের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। কতিপয় সম্ভাব্যসচেতনতামূলক পদক্ষেপ নিম্নরূপ:

(ক) সুষ্ঠু নিয়োগ কার্যক্রমের জন্য অনুসরণীয় আইন, প্রবিধান, বিধি-বিধান ও পদ্ধতি সম্বলিত সরকারি ওয়েবসাইট তৈরি করা ও চালু রাখা;

(খ) সুষ্ঠু নিয়োগ কার্যক্রমের লক্ষ্যে "কীভাবে করবেন" শীর্ষক একটি নির্দেশিকা তৈরি করা, এবং মুদ্রিত আকারে ও/বা অন-লাইনে প্রচার করা;

(গ) বেতার ও টেলিভিশনে জন-সচেতনতামূলক প্রচার;

(ঘ) ওয়েব-সেমিনার (ওয়েবিনার) কিংবা অন্য কোন প্রকার প্রচার (আউটরিচ) কর্মসূচী;

(ঙ) মালিক, শ্রমিক সংগঠন, আগ্রহী শ্রমিক নিয়োগকারী ও সিভিল সোসাইটি কর্তৃক শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারকার্য পরিচালনা উৎসাহিতকরণ;

(চ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ও/বা সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আই এল ও এবং সবচেয়ে বেশী প্রতিনিধিত্বমূলক মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের সহিত যৌথ প্রয়াস;

(ছ) শ্রম বাজার সম্পর্কিত তথ্যাদি সহজলভ্য করা, যাহার ফলে শ্রমিক, মালিক ও শ্রমিক নিয়োগকারীগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সুচিন্তিত হয়; এবং

(জ) প্রাক-বহিঃগমন ও আগমন-উত্তর কালে পরামর্শ প্রদান।

অভিবাসি শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ শ্রমিকদের অধিকার ও ভবিষ্যতে অভিবাসী শ্রমিকদের সুষ্ঠু নিয়োগ প্রক্রিয়ার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয় বিবেচনা করিতে পারে।

১১.২ এই সকল পদক্ষেপসমূহের মাধ্যমে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, শ্রমিক নিয়োগের জন্য আবশ্যকীয় যোগ্যতা, বসবাস ও চাকরির শর্তাবলী, বিভিন্ন প্রকার অধিকার ও শ্রম আইনসহ অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত তথ্যাদি অবাধ, পরিপূর্ণ ও বোধগম্য ভাবে শ্রমিকগণের নিকট সহজলভ্য হইতেছে।

১২। সরকার যুদ্ধ ও সংকট কালে মানবাধিকার সমুন্নত রাখিবে ও সুষ্ঠু নিয়োগ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করিবে।

১২.১ সরকারকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, যুদ্ধ ও সংকটের পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালন কালে কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা কোন আন্তর্জাতিক সাহায্য কর্মসূচী কোনভাবেই কোন মানবাধিকার লংঘন কিংবা কোন নিয়োগ কেলেংকারীর কোন ঘটনার সহিত জড়িত না হয়।

১৩। সরকারকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, শ্রম অভিবাসন বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক ও/বা বহুপাক্ষিক চুক্তিসমূহের মধ্যে অভিবাসী শ্রমিক নিয়োগের কার্যক্রম তদারকির বিধান থাকিবে, ও কর্মস্থলের জন্য প্রযোজ্য মৌলিক বিধান ও অধিকার ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক শ্রম আইনসহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে, এবং এই সকল চুক্তি প্রেরণকারী দেশ, ট্রানজিট ও গন্তব্য দেশের মধ্যে সম্পাদিত হইবে ও ফলপ্রসূভাবে কার্যকর করা হইবে।

১৩.১ দ্বিপাক্ষিক ও/বা বহুপাক্ষিক চুক্তিসমূহের ভিত্তি হইবে শ্রম বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন/বিধান ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার ও কর্মস্থলের জন্য প্রযোজ্য মৌলিক বিধানাবলী, অধিকার তৎসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক শ্রম আইন। এইরূপ চুক্তির মধ্যে কনসুলার সুবিধাসহ আন্তর্জাতিক সমন্বয় ও সহযোগিতার ব্যবস্থা উল্লেখ থাকিবে এবং বহুদেশীয় শ্রম বাজারে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রন ও আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করিতে হইবে। এই সকল চুক্তিসমূহের খসড়া প্রণয়ন, গ্রহণ, সংশোধন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সামাজিক সহযোগিদের তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ থাকিবে এবং চুক্তির মধ্যে তদারকির ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যেমন: দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তিসমূহের অধীনে ত্রিপাক্ষিক কমিটি। এই সকল চুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে এবং অভিবাসী শ্রমিকদেরকে তাহাদের সম্পর্কিত অংশটি অবহিত করিতে হইবে।

১৩.২ নিয়োগ প্রক্রিয়া ও এই বিষয়ে প্রেরণকারী দেশসহ শ্রম বাজারে ও সমাজে উহাদের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সংগৃহীত নির্ভরযোগ্য ডাটা ও তথ্যাদি দ্বারা এই সকল চুক্তিসমূহ সমৃদ্ধ হইবে।

১৪। সরকার উহার নিজস্ব শ্রমশক্তি ও সাপ্লাই চেইন-এর অভ্যন্তরে এবং সরকারের মালিকানাধীন ও সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতরে বা সরকারের এজেন্সীসমূহের নিকট থেকে কার্যাদেশ বা সমর্থন লাভ করে এমন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগ কেলেংকারী রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৪.১ নিয়োগকারী হিসাবে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত বাণিজ্যিক লেন-দেনের মাধ্যমে সরকার এই সকল বিধান ও নির্দেশাবলী অনুসরনের জন্য উৎসাহ প্রদান করিবে। শ্রমিক নিয়োগের সময় কিংবা শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবার সময় সরকার যথেষ্ট পরিমান নজরদারি নিশ্চিত করিবে। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়সহ নিয়োগ কার্যক্রমে সরকার সুষ্ঠু নিয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলিতে সুষ্ঠু নিয়োগ কার্যক্রম সংক্রান্ত বিধানাবলীর বিষয়ে সচেতনতা তৈরি ও সেইগুলি সমুন্নত রাখিতে উৎসাহ প্রদান করিবে।

খ. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণ কর্মসংস্থান পরিসেবা প্রদানকারীগণের দায়িত্ব

এই অংশ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় দায়িত্বপালনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রযোজ্য নহে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণ কর্মসংস্থান পরিসেবা প্রদানকারীগণ হয়রানিমূলক ও অশোভন নিয়োগ কার্যক্রম রোধকল্পে বিশেষ ভূমিকা পালন করিবে।

১৫। শ্রমিক নিয়োগ কার্যক্রমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণ কর্মসংস্থান পরিসেবা প্রদানকারীগণ মানবাধিকার সমুন্নত রাখিবে ও নিয়োগ কার্যক্রমে মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছে কী না তাহাও নিশ্চিত করিবে, এবং মানবাধিকার বিষয়ে কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়া থাকিলে উহা নিরসনের প্রয়াস চালাইবে।

১৫.১ মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রসমুহ তাহাদের অঙ্গীকার সমুন্নত রাখার বিষয়ে আগ্রহ বা সক্ষমতা থাকুক কিংবা না থাকুক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণ কর্মসংস্থান পরিসেবা প্রদানকারীগণ সকল স্থানে শ্রমিক নিয়োগ কার্যক্রমে মানবাধিকার সমুন্নত রাখিবে।

১৫.২ তাহারা নিয়োগ কার্যক্রমে যথাযথ পদ্ধতির অনুসরণ নিশ্চিত করিবে।

১৫.৩ যে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহ সরাসরি নিয়োগ করে না, সেই ক্ষেত্রে তাহারা কেবল মাত্র আইন মান্যকারী শ্রমিক নিয়োগকারী, গণ কর্মসংস্থান পরিসেবা প্রদানকারী ও বেসরকারি নিয়োগকারীগণের মাধ্যমেই শ্রমিক নিয়োগ করিবে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত সকল পক্ষসমূহের আচরণ যাছাই করা সম্ভব না হইলে সেই ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগকারীগণ তৃতীয় পক্ষের সাথে অন্ততঃ একটি লিখিত চুক্তি করিবে যাহা আইন

ও এই সকল বিধি-বিধান ও নির্দেশমালার অধীন কার্যক্রম পরিচালনায় তাহাদেরকে বাধ্য করিবে। নিয়োগ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত অন্যান্য পক্ষসমূহের মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি আইনগত কার্যপদ্ধতি থাকা সমীচীন।

১৫.৪ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণ কর্মসংস্থান পরিসেবা প্রদানকারীগণ আন্তর্জাতিক শ্রম আইনে বর্ণিত ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার সমুন্নত রাখিবে, বিশেষতঃ সংগঠন ও যৌথ দর কষাকষি করিবার অধিকার, জবরদস্তিমূলক শ্রম, শিশু শ্রম, কর্ম, পেশা ও নিয়োগ কার্যক্রমে বৈষম্য প্রতিরোধ ও নিরসন করিবে।

১৫.৫ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণ কর্মসংস্থান পরিসেবা প্রদানকারীগণ শ্রমিকদের প্রতি, বিশেষতঃ যে সকল শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়ার যে কোন পর্যায়ে হয়রানি বা প্রতারণাপূর্ণ নিয়োগের ঘটনা সম্পর্কে নালিশ পেশ করে তাহাদের প্রতি কোনরূপ প্রতিশোধমূলক আচরণ করিবে না কিংবা তাহাদেরকে কালো তালিকাভুক্ত করিবে না ।

১৬। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণ কর্মসংস্থান পরিসেবা প্রদানকারীগণ প্রচলিত শ্রম বাজারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং কখনও বিদ্যমান কোন শ্রমশক্তিকে প্রতিস্থাপন কিংবা হ্রাস করার জন্য, কিংবা মজুরি কমানো বা কর্মের পরিবেশ লঘুকরণ কিংবা অন্য কোন ভাবে শোভন কাজের পরিবেশ লঘু করণের লক্ষ্যে নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করিবে না।

১৭। নিয়োগকৃত কর্মী কিংবা চাকরি প্রার্থীদের উপর কোন প্রকার ফি বা এই বাবদ কোন প্রকার ব্যয় আরোপ করা যাইবে না কিংবা অন্য কোন ভাবে এই ধরনের কোন ব্যয় কর্মী কিংবা চাকরি প্রার্থীদের উপর ধার্য হইবে না।

১৭.১ কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা কোন গণ কর্মসংস্থান পরিসেবা প্রদানকারী কিংবা উহাদের কোন সহযোগী প্রতিষ্ঠান কোন নিয়োগ বা পদায়নের জন্য শ্রমিক কিংবা চাকরি প্রার্থীদের উপর কোন প্রকার ফি বা এই বাবদ কোন প্রকার ব্যয় আরোপ করিবে না কিংবা অন্য কোন ভাবে শ্রমিক কিংবা চাকরি প্রার্থীদেরকে নিয়োগের জন্য কোন অতিরিক্ত খরচ বহন করিতে হইবে না।

১৭.২ সকল প্রতিষ্ঠান ও গণ কর্মসংস্থান পরিসেবা প্রদানকারীগণ এইরূপ অনুসরণীয় নীতি নির্দেশাবলী আকারে বা চুক্তির আওতায় বা অন্যান্যভাবে বর্তমান বা ভবিষ্যত সহযোগী বা সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে অবহিত করিবে। প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিশ্চিত হইতে হইবে যে, বেসরকারী নিয়োগ সংস্থা ও অন্য কোন শ্রমিক নিয়োগ সংস্থা নিয়োগ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের উপর কোন ফি ধার্য করে কী না কিংবা তাহাদের উপর অন্য কোন ব্যয় আরোপ করে কী না। যে সকল বেসরকারী নিয়োগ সংস্থা বা শ্রমিক নিয়োগ সংস্থা শ্রমিকদের উপর এইরূপ কোন ফি বা খরচ ধার্য করে তাহাদের নিকট থেকে কোন শ্রমিক গ্রহণ করা যাইবে না।

১৮। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণ কর্মসংস্থান পরিসেবা প্রদানকারীগণ কর্মীদের পাসপোর্ট, চুক্তিপত্র বা তাহাদের পরিচয় সংক্রান্ত কোন ডকুমেন্ট জমা রাখিতে পারিবে না।

১৮.১ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণ কর্মসংস্থান পরিসেবা প্রদানকারীগণ অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থের কথা মনে রাখিয়া কর্মীদের পাসপোর্ট, পরিচয় ও নিবাসী সংক্রান্ত দলিলাদি ও তাহাদের চুক্তিপত্র শ্রমিকদের ইচ্ছা মোতাবেক নিজেদের দখলে রাখিবার ক্ষেত্রে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না।

১৯। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণ কর্মসংস্থান পরিসেবা প্রদানকারীগণ শ্রমিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করবে এবং তাহাদের সম্পর্কিত তথ্যাদির গোপণীয়তা নিশ্চিত করিবে।

১৯.১ কোন চাকরিতে নিয়োগের জন্য কর্মীদের, বিশেষতঃ অভিবাসী কর্মীদের সক্ষমতা পরীক্ষার জন্য আবশ্যকীয় না হইলে কিংবা কোন কর্মে নিয়োগের জন্য আবশ্যকীয় না হইলে কোন প্রতিষ্ঠান কোন কর্মীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি কোন নথি কিংবা রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ রাখিবে না। সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত এইরূপ কোন তথ্য কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রদান করা যাইবে না।

২০। নিয়োগ কর্মকাণ্ডে পেশাগত মান বজায় রাখিবার লক্ষ্যে পরিকল্পনা তৈরির জন্য প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করিবে।

২০.১ এইরূপ পরিকল্পনা নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করিতে হইবে। শিল্প ক্ষেত্রের উদ্যোগ সমূহ নিয়োগ বিষয়ে সরকারি বিধি-বিধানের সম্পূরক ও উহাদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

১। কর্মী নিয়োগকারী

কর্মী নিয়োগ কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের সহিত জড়িত শ্রমিক নিয়োগকারীসহ সকল মধ্যস্থতাকারী যারা শ্রমিকদেরকে কাজ যোগাড় করিয়া দেয় এইরূপ শ্রমিক নিয়োগকারী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করিবার জন্য নিয়োগের লক্ষ্যে শ্রমিক নিয়োগকারী এজেন্সির মধ্যে এই নির্দেশমালায় একটি পার্থক্য করা হইয়াছে।

২১। কর্মী নিয়োগকারীগণ প্রযোজ্য সকল আইন, মৌলিক বিধি-বিধান ও কর্মস্থলের অধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবে।

২১.১ কর্মী নিয়োগকারীদের যথাযথ আইনি প্রক্রিয়াসহ স্থায়ী নীতি ও পদ্ধতি থাকিবে যাহা নিশ্চিত করিবে যে, তাহাদের নিয়োগ কার্যক্রম এমন ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে যাহাতে শ্রমিকদের সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত থাকে, তাহারা কোন হয়রানি বা জবরদস্তি, অবমাননা কিংবা অমানবিক আচরণের শিকার না হয়। কর্মী নিয়োগকারীগণ তাহাদের অধীনস্থ শ্রমিকদের চলাচল নিয়ন্ত্রন করিবে না বা তাহাদেরকে অপদস্থ করিবে না বা অপদস্থ হইতে দিবে না।

২২. বিদেশে কাজ করিবার জন্য শ্রমিক নিয়োগ করিবার ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগকারীগণ মৌলিক বিধি-বিধানসহ শ্রমিকদের কর্মস্থলের অধিকার, আন্তর্জাতিক আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ মানবাধিকার বিষয়ক বিধানাবলী, স্বদেশী আইন, ট্রানজিট ও শ্রমিক গ্রহণকারী দেশের আইন ও আন্তর্জাতিক শ্রম আইন ইত্যাদি সমুন্নত রাখিবে।

২২.১ বিদেশে কাজ করিবার জন্য কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইন, বিধি-বিধান, নিয়োগ চুক্তি ও নিজ দেশ, ট্রানজিট ও কর্মী গ্রহণকারী দেশের মধ্যস্থিত সমঝোতা চুক্তি, কর্মস্থলে কর্মীদের অধিকার ও মৌলিক বিধি-বিধানসহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক শ্রম আইন ইত্যাদি সমুন্নত রাখিতে হইবে।

২৩. মানবাধিকার ও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার বিষয়গুলিকে উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অভিবাসন চুক্তিসমূহকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক নিয়োগকারিগণ মানিয়া চলিবে।

২৩.১ শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারীগণ প্রযোজ্য দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির শর্তাবলীতে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের অধিকার সমূহকে সম্মান প্রদর্শন করিবেন, বিশেষত: যে সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইন শ্রমিকদেরকে যথেষ্ট সুরক্ষা প্রদান করে না।

২৪. কর্মীদের কর্মের শর্তাবলী ও তাহাদের বসবাসের অবস্থা প্রতিশ্রুত মান অনুযায়ী বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কর্মী নিয়োগকারীগণ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

২৪.১ কর্মী নিয়োগকারীগণ নিশ্চিত করিবেন যে, কর্মীদেরকে তাহাদের কর্মের শর্তাবলী ও বসবাস বিষয়ক ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতারণার শিকার করা হইতেছে না।

২৪.২ কর্মী নিয়োগকারীগণকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, অভিবাসী কর্মীগণের সহিত গন্তব্য দেশে সুপরিচিত ও বৈধ নিয়োগকারীর একটি আইন স্বীকৃত নিয়োগ চুক্তি রহিয়াছে।

২৫. অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ এজেন্সি ও ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে একমত হইবে, এবং নিশ্চিত করিবে যে, সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের উপযুক্ত সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে নিজেদের মধ্যে বিভাজন করা হইয়াছে।

২৫.১ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান ও অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ এজেন্সি যৌথভাবে ঠিক করিবে যে, আইন মোতাবেক কর্মীদের কর্মসংস্থানের কোন বিষয়ে কাহার দায়িত্ব রহিয়াছে, এবং তাহারা আরো নিশ্চিত করিবে যে, তাহাদের এইরূপ দায়িত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ সব সময় অবহিত থাকে। সকল ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ এজেন্সিকে এই সকল দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

২। নিয়োগকারী

নিয়োগ কার্যক্রমে বিভিন্ন প্রকারের নিয়োগকারীগণের সম্পৃক্ততা রহিয়াছে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রত্যেকের দায়িত্ব রহিয়াছে।

২৬. নিয়োগকারীগণকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, নিয়োগের জন্য লিখিত চুক্তি সম্পাদন করা হইতেছে, এই সকল নিয়োগপত্র স্বচ্ছ ও কর্মীদের জন্য বোধগম্য হইবে।

২৬.১ কর্মীর নিয়োগের শর্তাবলী যথাযথ, যাছাইযোগ্য ও সহজে বোধগম্যভাবে বর্ণনা করিতে হইবে, এবং রাষ্ট্রীয় আইন, বিধি-বিধান, নিয়োগ চুক্তি ও প্রযোজ্য যৌথ চুক্তির আওতাধীনে লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এইগুলি অবশ্যই স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হইবে এবং শ্রমিকদের কর্মস্থল, তাহাদের কর্তব্য ও যে কাজের জন্য তাহাদেরকে নিয়োগ করা হইয়াছে তাহার বর্ণনা উল্লেখ থাকিতে হইবে। অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে লিখিত নিয়োগ পত্র বা চুক্তি শ্রমিকদের নিকট বোধগম্য ভাষায় রচনা করিতে হইবে, এবং স্বদেশ ত্যাগ করিবার বেশ পূর্বেই উহা শ্রমিককে প্রদান করিতে হইবে, চুক্তি পরিবর্তন রোধ করিবার লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও উহা প্রয়োগের সুযোগ থাকিতে হইবে।

২৬.২ কোন প্রকার প্রতারণা কিংবা জবরদস্তি ব্যতীত চুক্তির বিষয় বস্তুর উপর শ্রমিকের সুচিন্তিত সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

২৭. নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কথিত অনিয়ম ও উহার যথোপযুক্ত প্রতিকারের লক্ষ্যে শ্রমিকদের সংক্ষোভ নিরসন ও বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে নিয়োগকারীগণ একটি কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবেন।

২৭.১ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম বা হয়রানির শিকার হইয়াছে এইরূপ কোন শ্রমিক যথোপযুক্ত প্রতিকারের জন্য সংক্ষোভ নিরসন ও বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে শ্রমিকদের জন্য একটি কার্যকর সংক্ষোভ নিরসন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিতে হইবে। যে সকল ক্ষেত্রে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যাইবে, সেই সকল ক্ষেত্রে

নিয়োগকারীগণ উপযুক্ত প্রতিকার প্রদান বা প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। উপযুক্ত বিচার বিভাগীয় বা অন্যবিধ প্রতিকার পাওয়া লক্ষ্যে শ্রমিকদের প্রচেষ্টায় নিয়োগকারীগণ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না।

২৮. নিয়োগকারীগণ কাজের মর্যাদা নির্বিশেষে সকল কর্মীদেরতে নিয়োগ বিষয়ক শ্রম আইন ও শ্রম বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিধানাবলীতে বর্ণিত সকল প্রকার সুরক্ষা প্রদান করিবে।

২৮.১ বিভিন্ন ধরনের শর্তাধীনে শ্রমিকগণ নিযুক্তি লাভ করিতে পারেন, তবে নিয়োগকারীগণকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, সকল ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই সকল বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী প্রয়োগ করা হয়।

২৯. নিয়োগকারীগণ নিশ্চিত করিবেন যে, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের সংগঠন করিবার স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষির অধিকার সমুন্নত রাখা হইতেছে।

২৯.১ নিয়োগকারীগণ নিশ্চিত করিবেন যে, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এমন কোন বিধান যেন না থাকে যাহার কারনে চাকরি প্রার্থীদেরকে এবং/কিংবা শ্রমিকদেরকে, বিশেষতঃ অভিবাসী শ্রমিকদেরকে শ্রমিক সংগঠনে যোগদান, সংগঠন তৈরি ও যৌথ দর কষাকষি করিবার অধিকার ত্যাগ করিতে হয়।

৩০. ধর্মঘটরত শ্রমিকদের স্থলে নতুন শ্রমিক নিয়োগের জন্য শ্রমিক নিয়োগকারী কিংবা অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগকারী এজেন্সির দ্বারস্থ হওয়া চলিবে না।

৩০.১ ধর্মঘটরত শ্রমিকদের স্থলে প্রতিষ্ঠানের বাহিরের শ্রমিক নিয়োগ করিবার প্রয়াস শ্রমিকদের ধর্মঘট করিবার অধিকার অস্বীকার করিবার নামান্তর, যাহা সংগঠন করিবার অধিকার অস্বীকার করিবার পর্যায়ে পড়ে।

৩১. নিয়োগকারীগণ অভিবাসী শ্রমিকদের কর্ম ত্যাগ, কর্ম পরিবর্তন ও স্বদেশে ফেরত আসিবার অধিকারকে সম্মান প্রদর্শন করিবেন।

৩১.১ অভিবাসী শ্রমিকগণ চাকরি ত্যাগ, চাকরি পরিবর্তন কিংবা দেশ ত্যাগ করিতে চাইলে নিয়োগকারীর অনুমতির প্রয়োজন হইবে না, তবে এই ক্ষেত্রে নিয়োগ চুক্তির কোন বিশেষ শর্ত থাকিলে তাহা বিবেচনায় গ্রহণ করিতে হইবে।

পরিশিষ্ঠ

ন্যায়সঙ্গতঃ নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য সাধারণ বিধানাবলী ও কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর মূলে উৎসসমূহ

১। ন্যায়ানুগ নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য বর্তমানে কোন সংগঠিত নির্দেশাবলী বিদ্যমান নাই, যদিও কোন বিশেষ সেক্টরের শ্রমিক গোষ্ঠী বা বিশেষ কাজের ক্ষেত্রের বা অন্য কোন ক্ষেত্রের জন্য প্রণীত বহু ধরনের নির্দেশাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ কতিপয় বিধান বিদ্যমান রহিয়াছে কতিপয় বাধ্যতামূলক আইনের ভেতর - সুনির্দিষ্টভাবে বলিলে আন্তর্জাতিক শ্রম কনভেনসনসমূহে -কতিপয় বিধান বিদ্যমান রহিয়াছে কতিপয় ঐচ্ছিক আইনের ভেতরে, যেমন- আই এল ও সুপারিশমালা ও ঘোষণা, এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি তদারককারি কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদনে ও বিভিন্ন প্রকারের নির্দেশমালার মধ্যে আরো কতিপয় বিধান উল্লেখ আছে। বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত নির্দেশমালায় আরো কতিপয় বিধানের উল্লেখ রহিয়াছে।

২। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণীত কোন বিধান বা নির্দেশ সকল বিষয়ে বা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উদাহরণতঃ প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সিজ কনভেনসন, ১৯৯৭ (নং ১৮১), বা আইএলও ইনস্ট্রুমেন্ট অন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স (কনভেনসন নং ৯৭ ও ১৪৩ এবং সুপারিশ নং ৮৬ ও ১৫১)-এর মধ্যে ন্যায়ানুগ নিয়োগের বিধান সমূহ উল্লেখ রহিয়াছে, যাহা বৃহত্তর পরিসরে নির্দেশমালা প্রচার করিবার জন্য উপযোগী। আরো উদাহরণ নিম্নে পাওয়া যাইবে।

৩। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নির্দেশমালায় যে ভাবে বিধি-বিধানগুলি প্রকাশ করা হইয়াছে, সেইগুলি ঠিক একইভাবে উহাদের উৎসে উল্লেখ নাই। এই নির্দেশমালায় প্রস্তাবিত কোন কোন বিধি-বিধান বিভিন্ন উৎস হইতে সংকলিত হইয়াছে, তবে এই নির্দেশমালার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সেইগুলিকে ভিন্নভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

৪। প্রস্তাবিত বিধি-বিধান ও নির্দেশমালা যে সকল মূল ডকুমেন্টের উপর ভিত্তি করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহা নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য কতিপয় উৎসও প্রাসঙ্গিক হইতে পারে। রেফারেন্স সহজে বুঝিবার জন্য উল্লেখ করা যাইতেছে যে, উদাহরণতঃ C 97 বলিতে আইএলও কনভেনসন নম্বর ৯৭, এবং R203 বলিতে আইএলও সুপারিশ নম্বর ২০৩ বুঝাইবে, এবং অন্যান্য রেফারেন্সগুলিও একই ধাঁচের। উৎস তালিকার নীচে সকল রেফারেন্সগুলি শব্দ-সংক্ষেপ তালিকার মধ্যে সরবরাহ করা হইয়াছে।

৫। নিম্নে প্রদত্ত উৎসের তালিকা মোটেই সম্পূর্ণ নহে।

(Note that the subject lines have no normative value – purely to assist in referring to the proposed principles and guidelines.)

	সাধারণ বিধানাবলী	উৎস
১	আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার ও অপরাপর আন্তর্জাতিক শ্রম আইন সমূহ সমুন্নত রাখা	ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work; C29, P29, C87, C98. C100, C105, C111, C138, C182, and C181; MLC, 2006 (Art. III); Universal Declaration on Human Rights; UN core human rights instruments; UN Guiding Principles Foundational Principle Al; Dhaka Principles Pillar l; CIETT principle 6; IRIS Code Core Principle A; Verite Code of Conduct tool 1.
২	শ্রম বাজারের চাহিদা ও শোভন কাজ	ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work; R204 (Para. 15(e)).
৩	প্রাসঙ্গিক আইন ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার সকল বিধি-বিধানসমূহের প্রয়োগ	C88, C181, P29 (Art. 2(c)(i); Dhaka Principle 3; ILO Fair Recruitment Initiative.

	সাধারণ বিধানাবলী	উৎস
৪	নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও শ্রমিকদের সুরক্ষা উৎসাহিত করণ, দক্ষতা ও যোগ্যতার পারস্পরিক স্বীকৃতি	C88, C181, R157 (Para. 62), R169, C143 (Art. 14 (b)).
৫	আইনের কার্যকর প্রয়োগ	C81, C129, C150, C181; P29 and R203; C97 (Art. 3) and C143 (Arts 2-6); CIETT Principle 1.
৬	আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে মানবাধিকার সমুন্নত রাখা	C88 (Art. 6(b) (ii)), C97, C143 and C181 (Art. 8); Dhaka Principles Core Principle A; CIETT Principle 1.
৭	শ্রমিকদের উপর ফি ও ব্যয় আরোপ নিষিদ্ধ করণ	Inter alia, C97 (Art. 7(2) and Art. 4 of Annex 1 and Annex II); MLC, 2006 (Regulation 1. 4(1) and Standard A1.4(5)); C181, (Art.7); C88 (Art. 1); R203; IRIS Code Principle 1; CIETT Principle 3; Verite Code of Conduct Tool 1.
৮	স্পষ্ট ও স্বচ্ছ চুক্তি	C97 (Annex 1, Art. 5 and Annex 11, Art. 6), C189 (Art. 8(1)); R86 (Annex, Para. 22); R188 (Para. 5); R203 (Para.4(e)); Dhaka Principles 2 and 4; CIETT Principle 4; IRIS Code Principle 3; Verite Code of Conduct tool 1
৯	কোন প্রকার জবরদস্তি ব্যতীত অভিবাসীগণ স্বেচ্ছায় কর্মের শর্তাদি মানিয়া নেয়	R188 (Para.5); Dhaka Principle 2; CIETT Principle 4; IRIS Code Principle 3; Verite Code of Conduct tool 1.
১০	অবাধ, সম্পূর্ণ ও সঠিক তথ্য প্রবাহ	C88, C97 (Arts. 2 and 3), C181, C189 Art. 7) R201, R86 (Para. 5), R151 (Paras7 (1) and 24) and R203 (Para. 4(e)).
১১	পরিচয় সংক্রান্ত ডকুমেন্টস, চলা ফেরার স্বাধীনতা	C143 (Preamble, Art. 1 and 14(a)); C189 (Art. 9(C)); Dhaka Principle 4; IRIS Code Principle 2; Verite Code of Conduct Tool 1.
১২	চাকুরির অবসান ও নিয়োগকারী বদল করিবার অনুমতি	C189 (Arts 7 and 8) and R188 (Para. 15).
১৩	সংক্ষোভ নিরসন ও অন্যান্য বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ	C97 (Annex 1, Art. 8 and Annex 11, Art. 13); C143 (Arts. 5, 6 and 9(2)); R151 (Paras 32-34); C181 (Arts 10 and 14); C189 (Art. 16); P29 (Art.4); MLC, 2006 (Standard A1.4(7)); R203 (Para.8(C)); Dhaka Principles Pillar III. Principle 9; CIETT Principle 10; IRIS Code Principle 5; Verite Code of Conduct Tool 1

	সাধারণ বিধানাবলী	উৎস
ক	**সরকারসমূহের দায়িত্বাবলী**	
১	মানবাধিকার ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক শ্রম আইন সমুন্নত রাখা, সুরক্ষা ও প্রয়োগ করা	ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work; C29, P29, C87, C98, C100, C105, C111, C138 and C182; C181; Universal Declaration on Human Rights; ICCPR and ICESCR; UN Guiding Principles Foundational Principle A2; Dhaka Principles, Pillar 1, Principles 6
২	তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন হইতে সুরক্ষা প্রদান	ILO MNE Declaration; UN Guiding Principles
৩	রাষ্ট্রীয় আইন, বিধি-বিধান, ন্যায়ানুগ নিয়োগ বিষয়ক জাতীয় পলিসি প্রণয়ন, সংশোধন ও শক্তিশালী করণ	P29 (Art.1(2); C181 (Art. 13), R203; R204 (Paras 1(a), 4(h), 9); UN Guiding Principles Foundational Principle 2 and Operational Principle 3(a); Dhaka Principles Pillar 1.
৪	নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সকল প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি-বিধানের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, এবং আরো নিশ্চিত করিতে হইবে যে, বিপদের সময় এইগুলি শ্রমিকদের কাজে আসে	P29 (Art. 2(c)(i); Dhaka Principle 3; inter alia, C97, C111 C143, C169, C181 (Art. 8) C189; R204; CEDAW, ICERD et al.
৫	আইন ও বিধি-বিধানের প্রয়োগ এবং শ্রমিক নিয়োগকারীগণ যেন আইনানুগভাবে কাজ করে তাহা নিশ্চিতকরণ	C81 C88, C97 (Art. 3 of Annex I and II). C129, C150 and C181 (Arts 3 and 14); P29 and R203; CIETT Principle l; UN Guiding Principles Operational Principle 3(a).
৬	শ্রমিকদের উপর ফি ও ব্যয় আরোপ নিষিদ্ধকরণ	Inter alia, C97; MLC, 2006 (Regulation 1.4(1) and Standard A1.4(5)); C181 (Art.7); (88 (Art. 1); R203; IRIS Code Principle 1; CIETT Principle 3; Verite Code of Conduct Tool 1.
৭	নিয়োগ চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি প্রতিপালন নিশ্চিত করণ, এবং চুক্তি যেন স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয় তাহা নিশ্চিতকরণ	C97 (Annex I, Art. 5 and Annex II, Art. 6), C189 (Art. 8(1); R86 (Annex, Para. 22); R188 (Para.5); Dhaka Principles 2 and 4; CIETT Principle 4; IRIS Code Principle 3; Verite Code of Conduct Tool 1.

	কার্য পরিচালনা বিষয়ক নির্দেশাবলী	উৎস
৮	সংক্ষোভ নিরসন ও বিরোধ নিষ্পত্তির বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা করন ও পরিচালনা করা	C97 (Annex I, Art. 8 and Annex II, Art. 13); C143 (Arts 5, 6 and 9(2)); R151 (Paras 32-34); C181(Arts 10 and 14), C189 (Art. 16); MLC, 2006 (Standard A1.4(7); R203 (Para. 8(C)); Dhaka Principles Pillar III, Principle 9; CIETT Principle 10; IRIS Code Principle 5; Verite Code of Conduct Tool 1.

	কার্য পরিচালনা বিষয়ক নির্দেশাবলী	উৎস
৯	সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক ও মালিক সংগঠন ও শ্রমিক নিয়োগকারীদের প্রতিনিধিদের সহিত সমন্বয় সাধন	C181 (Art. 13) and R188 (Part III) ;R203 (Para. 13(a)); UN Guiding Principles Foundational Principle 8
১০	শ্রম বাজারের চাহিদা ও শোভন কাজ	ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work; R204 (Para. 15(e).
১১	ন্যায়ানুগ নিয়োগের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি ও অবাধ, সম্পর্ণ ও সঠিক তথ্য প্রবাহ	C97 (Arts 2 and 3); R203 (Para.4).
১২	সংকট কালে মানবাধিকার সমুন্নত রাখা	C97 (Annex II, Art.7); R86 (Annex); International Labour Conference, 105th Session, 2006, *Report of the Committee on Employment and Decent Work for the Transition to Peace*; and UN Guiding Principles Foundational Principle 7.
১৩	আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক ও/বা বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি প্রতিপালন	ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work; C88 (Art. 6(b)(ii) and (iii); C97 (Arts 3(2), 7(1) and 10); C143 (Arts 4 and 15); C181 (Art.8(2)).
১৪	শ্রম শক্তির ভিতরে বা সরবরাহ প্রক্রিয়ার যে কোন পর্যায়ে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম প্রতিরোধ	C94, International Labour Conference, 105th Session, 2016, Report IV, *Decent work in global supply chains*.
খ	**বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণ কর্মসংস্থান পরিসেবা প্রদানকারীগণের দায়িত্বাবলী**	
১৫	মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	ILO Declaration on fundamental Principles and Rights at Work, C181 (Arts 3,4 11 and 12); C29 and P29, C87, C98, C100, C105, C111, C138, C182; ILO MNE Declaration (para.8); UN Guiding Principles Foundational Principle A2; Dhaka Principles Pillar II.
১৬	শ্রম বাজারের চাহিদা ও শোভন কাজ	ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work; (Para. 15(e)).
১৭	নিযুক্ত শ্রমিক কিংবা চাকুরি প্রার্থীগণের উপর কোন প্রকার নিয়োগ ফি বা ব্যয় আরোপ করা যাইবে না	Inter alia, C97 (Art. 7; Art. 4 of Annexes I and II); MLC, 2006 9Regulation 1.4(1) and Standard A1.4(5)); C181 (Art. 7) and C88 (Art 1); R203; IRIS Code Principle 1; CIETT Principle 3; Verite Code of Conduct Tool 1.
১৮	কোন প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের পাসপোর্ট, পরিচয়-পত্র ও চুক্তিপত্র আটক রাখিবে না	C189 (Art.9(c)); Dhaka Principle 4; IRIS Code Principle 2; Verite Code of Conduct Tool 1.
১৯	শ্রমিকদের ব্যক্তিগত গোপণীয়তা ও তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করিতে হইবে।	C181 (Art.6); R188 (Para.12(1)); IRIS Code Principle 4

	কার্য পরিচালনা বিষয়ক নির্দেশাবলী	উৎস
২০	পেশাগত নিয়োগ মান উন্নয়ন করে এমন পরিকল্পনা প্রণয়ন।	C181, CIETT Principles.
১. শ্রমিক নিয়োগকারীগণ		
২১	শ্রমিক নিয়োগকারীগণ প্রযোজ্য সকল আইন, মৌলিক বিধি-বিধান ও কর্মস্থলের অধিকারসমুহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবেন।	ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work; C181 (Arts 3,4, 11 and 12); C29 and P29, C87, C98, C100, C105, C111, C138, C182; CETT Principle 2. Dhaka Principles Core Principle B.
২২	শ্রমিক নিয়োগকারীগণ শ্রমিকদের নিজ দেশের আইন, ট্রানজিট ও গন্তব্য দেশের আইন মানিয়া চলিবে।	C181 (Arts 3and 8); ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work; MLC, 2006 (Art. III); CIETT Principles 1 and 6; IRIS Code Core Principle A; Verite Code of Conduct Tool 1; Dhaka Principles Core Principle B.
২৩	আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মরত শ্রমিক নিয়োগকারীগণ দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অভিবাসন চুক্তিসমূহ সমুন্নত রাখিবেন।	C88, R83, C181 (Art.8(2)); C189 (Art. 15(1).
২৪	শ্রমিক নিয়োগকারীগণ নিশ্চিত করিবেন যে, শ্রমিকদের কাজ ও বসবাসের পরিবেশে প্রতিশ্রুত মান বজায় থাকে।	C189 (Arts 7 and 8); R188 (Para. 5); CIETT Code of Conduct Principle 3.
২৫	অস্থায়ী নিয়োগ এজেন্সি সমূহকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, এজেন্সী ও ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের সুরক্ষা বিধানের দায়িত্বসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছে।	C181 (Arts II(g) and 12); C97 and C143 and UN Convention on Migrant Workers; R188 (Para. 8(a)); Dhaka Principles Core Principle B.
২. নিয়োগকারীগণ		
২৬	নিয়োগকারীগণকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, লিখিত কর্ম চুক্তি সম্পাদিত হয়, এবং সেইগুলি স্বচ্ছ ও শ্রমিকদের নিকট বোধগম্য।	C97 (Annex I, Art. 5 and Annex II, Art. 6); C189 (Art. 8(1)); R86 (Annex, Art 22); R188 (Para. 5); Dhaka Principles 2 and 4 and Appendix 2; CIETT Principle 4; IRIS Code Principle 3; Verite Code of Conduct Tool 1.
২৭	সংক্ষোভ নিরসন ও বিরোধ নিষ্পত্তির বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা ও প্রতিকারের সুযোগ লাভের ব্যবস্থা	C181 (Arts 10, 13 and 14); C189 (Art.16); P29 (Art.4); MLC, 2006 (Standard A1.4(7)); R203 (Para. 8(c)); Dhaka Principles Pillar 111; Principle 9; CIETT Principle 10; IRIS Code Principle 5; Verite Code of Conduct Tool 1.
২৮	শ্রমিকদের অবস্থান নির্বিশেষে নিয়োগকারীগণ সকল শ্রমিকগণকে শ্রম আইন ও আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের অধীন প্রাপ্য সুরক্ষা প্রদান করিবে	Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work; IRIS Code of Conduct, Core Principle A; R198.

	কার্য পরিচালনা বিষয়ক নির্দেশাবলী	উৎস
২৯	নিয়োগকারীগণ নিশ্চিত করিবেন যে, নিযুক্ত শ্রমিকদের সংগঠন করিবার স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষির অধিকার সমুন্নত থাকিতেছে	C87, C98 and C181 (Arts 4, 11 and 12); Dhaka Principle 6.
৩০	ধর্মঘটরত শ্রমিকদের স্থলে নতুন শ্রমিক নিয়োগের জন্য নিয়োগকারীগণ শ্রমিক নিয়োগকারী বা অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগকারীদের দ্বারস্থ হইবেন না।	C87 and C98 and the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work; C181 (Art. 4); R188 (Para. 6); *Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee*, Fifth (revised) edition, 2006, paras 632 and 633; CIETT Principle 7; Dhaka Principle 6.
৩১	নিয়োগকারীগণ অভিবাসী শ্রমিকদের চাকুরি বদল কিংবা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবে।	C29; C189 (Art. 8(4)); R188 (Para.15); Dhaka Principle 10.

গাইডলাইনটি সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (এসডিসি) এর অর্থায়নে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক বাস্তবায়িত "Application of Migration Policy for Decent Work of Migrant Workers" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত।